তারিখ ... 23-...-2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ৩০ বা ৩১ ডিসেম্বর

● প্রাথমিকের সিদ্ধান্ত হয়নি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

৩০ বা ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশ হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও সমমানের মাদ্রাসার জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফল। এই দুদিনের যেকোন দিন ফল প্রকাশের অনুমতি চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সময় চাওয়া হচ্ছে বলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসলিমা বেগম গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আগামীকাল শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চাওয়া হবে।'

এদিকে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ এখনও

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পরীক্ষা : জেএসসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারণ করতে পারেনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কোন কিছু অবহিতও করা হয়নি। ফল প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়ে কোন সভাও হয়নি বলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। গত বছর জেএসসি ও জেডিসি এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছিল ২৬ ডিসেম্বর।

এ বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'ফল প্রকাশের তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ডিসেম্বর মাসেই তা প্রকাশ করা হবে।'

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, জেএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে শিক্ষা এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ঐক্যমতে পৌছাতে পারছেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাচ্ছে জেএসসি ও জেডিসি এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী পরীক্ষার ফল পৃথক পৃথক দিনে প্রকাশ করতে, যাতে বেশি প্রচারণা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চাচ্ছে একদিনেই দুই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে ঝামেলামুক্ত হতে।

গতবছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন ডা. আফছারুল আমিন ও প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মোতাহার হোসেন। কিন্তু তারা এবার নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকার থেকে বাদ পড়েন এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষার পাশাপাশি গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব পান।

এবার জেএসসি ও জেডিসিতে ১৯ লাখ দুই হাজার ৭৪৬ জন এবং প্রাথমিক ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়।

শিক্ষা বোর্ডের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত ৪ নভেম্বর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু ও ২০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোটের লাগাতার অবরোধ ও হরতালের কারণে ৪ ও ৬ নভেম্বরের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়। এরপর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শেষ হয় গত ২২ নভেম্বর। সব মিলিয়ে অবরোধ ও হরতালের কারণে জেএসসি ও জেডিসির ১৭টি বিষয়ের পরীক্ষা পিছানো হয়। পরে এসব পরীক্ষা সাপ্তাহিক ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার নেয়া হয়।